মেহেরপুরে চড়া দাম সবজি ও মাছের, টমেটো ২৫০ টাকা

মেহেরপুরের বাজারে টমেটোর কেজি ২৫০ টাকা। সরবরাহ কম থাকায় টমেটোর পাশাপাশি কয়েকটি সবজির দামও চড়া। মাছের বাজারেও স্বস্তি নেই। সরবরাহ সংকটে বাড়তি দামে মাছ কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে গিয়ে চাপে পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, সবজি, মাছ, মাংস, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অধিকাংশ সবজির দাম তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে টমেটো, গাজর, আদা, শিম ও ফুলকপির চড়া দাম ক্রেতাদের বাড়তি চাপে ফেলেছে। তবে কিছু সবজির দাম রয়েছে তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ২৫০ টাকা, কাঁচামরিচ ৯০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, কলা ৫০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৫০ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৫০ টাকা, লালশাক ৪০ টাকা, পটল ৪৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৬০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৫০ টাকা, কাঁকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, শিম ১২০ টাকা, ফুলকপি ১২০ টাকা, মুলা ৩০ টাকা ও বিটরুট ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কাঁচামরিচ ৭৫ টাকা, বেগুন ৬৫ টাকা, আদা ১৪০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, কলা ৩৮ টাকা, আলু ১৯ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ১০ থেকে ১২ টাকা, বরবটি ৪০ টাকা, গাজর ১২৫ টাকা, ওল ৩৮ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩২ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ টাকা, ঝিঙে ৪০ টাকা, করলা ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৪০ টাকা, পুঁইশাক ১৬ টাকা, শিম ৯০ টাকা, ফুলকপি ৯০ টাকা, মুলা ২০ টাকা ও বিটরুট ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা জাব্বার মিয়া বলেন, বাজারে কয়েক ধরনের সবজির সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বিশেষ করে টমেটোর সরবরাহ কম থাকায় দাম অনেক বেশি। সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এসব সবজির দাম

কমার সম্ভাবনা কম।

ক্রেতা সবুজ মিয়া বলেন, “বাজারে টমেটোর দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকারও বেশি। প্রায় সব ধরনের সবজির দামই বাড়তি। প্রয়োজনীয় সবজি কিনতে গিয়ে আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিতে সবজি ও ফলমূলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম কিছুটা বেড়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। ফলে আগের তুলনায় বেশি খরচে পণ্য বাজারে আনতে হচ্ছে। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী কম পরিমাণে পণ্য আনছেন।

তিনি আরও বলেন, ইদানীং গ্রামের বিভিন্ন মাঠ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সরাসরি সবজি কিনে বিক্রি করছেন। এতে শহরের বাজারে সবজির সরবরাহ কিছুটা কমছে। সব মিলিয়ে বাজারে দামের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম যে অনুপাতে বেড়েছে, পরিবহন ভাড়াও সে অনুপাতে সমন্বয়ের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। অন্যথায় অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের চাপ শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপরই পড়বে।

মাছের বাজারেও চড়া দাম

সবজির পাশাপাশি মাছের বাজারেও চড়া দাম বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, মাছের সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার অন্য দিনের তুলনায় বেচাকেনা কিছুটা ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি প্রত্যাশার তুলনায় কম।
খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৫০০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৪০০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮৫০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল মাছ ৪০০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৪৭০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৫ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৪০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮০০ টাকা, বড় কাতলা ৩৬০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল মাছ ৩৩০ টাকা, কই ১৮০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছ বিক্রেতা বকুল হালদার বলেন, গত সপ্তাহের মতোই মাছের বাজার

রয়েছে। সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার বেচাকেনা তুলনামূলক ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে না।

মাছের ক্রেতা মাফুজুর রহমান বলেন, “আমি একজন ছাত্র। প্রায় প্রতি শুক্রবার বাজার করতে আসি। কয়েক সপ্তাহ ধরে মাছের দাম বেশি দেখছি। এ দামে মাছ কেনা আমার মতো সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।”

মাংস, মুরগি ও নিত্যপণ্যের বাজার

মাংসের বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল সন্না চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে সবজি ও মাছের সরবরাহে ঘাটতি এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বাজারে দামের চাপ রয়েছে। বিশেষ করে টমেটোর অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য ক্রেতাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা।

মেহেরপুরে তহবাজার ব্যবসায়ী

সমিতির নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ীদের সংগঠন তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে এডহক কমিটির আহ্বায়ক মোঃ আহসান হাবিব নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, এডহক কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আনোয়ারুল হক কালু। এসময় এডহক কমিটির সদস্য মোঃ আফতাব আলী, হাফিজুর রহমান ও আঃ সোহান উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে শপথ নেন হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আলাল মালিথা, সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে আলামিন, সহ-সভাপতি হিসেবে শামীম হাবিব, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে লিটন মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে সাহেব আলী, দফতর সম্পাদক হিসেবে ফেরদৌস আলী, অর্থ সম্পাদক হিসেবে আব্দুল মতিন, ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে আলহামদো শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাহী সদস্য ইউনুস আলী, শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও মোঃ স্বপন শপথবাক্য পাঠ করেন।

শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে সমিতির উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি সমিতির সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকে নতুন কমিটির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুর হোটেল বাজার

ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজনে এক বর্ধিত সভায় ৫ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যবসায়ী মোঃ শামীমুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং মোঃ তৌফিকুর রহমানকে যুগ্ন-আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন মোঃ হাসেম আলী, মোঃ সালাউদ্দিন (ভোলা) এবং মোঃ মামুনুর রশিদ। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও ব্যবসায়ীদের নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে বর্ধিত সভা অনুষ্টিত হয়।

বর্ধিত সভার সভাপতিত্ব করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুল হান্নান। এছাড়াও এসময়, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহিদ ইকবাল সিমন, ব্যবসায়ী মোঃ মমিনুল ইসলাম, মোঃ আলী আকবর, মোঃ হাসান রসুল, আবু হোসেন কাকন, মোঃ রাশেদ খান, মোঃ বিল্লাল হোসেন মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা শহরের শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী রেল বাজার বাঁচাতে চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার ব্যবসায়িক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় রেল বাজার কৃষি ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা শহরের রেল গেটে ওভারপাস নির্মাণে রেলবাজারের এক পাশের দোকানপাট ম্যাপের মধ্যে

পড়াই রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ‘উন্নয়নে বাধা নয়, পুনবার্সন চাই’ স্লোগানে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

এ সময় ব্যবসায়ীরা বলেন, বর্তমান দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা ব্যবসায়ী যারা আছি কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে চায় না কিন্তু চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের ফ্লাইওভারের কারণে কিছু দোকান অপসারণ হবে। কিছু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হবে যা কখনোই কাম্য নয়। শতবর্ষের পুরাতন বাজার রেল বাজার ভেঙ্গে কোন প্রকার উন্নয়ন আমরা চাই না। ঐতিহ্যবাহী রেল বাজার যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে ভেঙ্গে ফেলার আগে আমাদেরকে সঠিক পূর্ণবাসন ও ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৌফিকুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার শাহিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি জগলু মিয়া, পরিবেশক সমিতির দপ্তর সম্পাদক অপু বিশ্বাস, জেলা দোকান মালিক সমিতির দপ্তর সম্পাদক ফারুক হোসেন, জেলা দোকান মালিক সমিতির সদস্য মনিরুজ্জামান মুকুল, রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অর্থ সম্পাদক লিমন মল্লিক, রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির ব্যবসায়ীক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুভ বিশ্বাস, আশরাফ,অর্পণ, রনি,মালেক সহ ব্যবসায়ীকবৃন্দ।

মানববন্ধনে সঞ্চালনা করেন রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সদস্য আরিফ শরিফ। ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, রেল বাজারের একপাশে ডিস্ট্রিক বোর্ডের জায়গা আছে, সেখানে পুনবার্সন করার।

কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করায় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ দোয়া

মোনাজাত করেছে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এ বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, সহ সভাপতি মোমিন, সদস্য রাশেদ,মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক শহরের কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া, নির্যাতন চালানো ও ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং সাংবাদিকগণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা। এছাড়াও ১১ জুন শনিবার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কাফনের কাপড়সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার উপক্রম হয়েছে।